[২০২১] ১১ এস.সি.আর. ৫১

ইরাপ্পা সিদ্দাপ্পা মুরগান্নাভার

বনাম

কর্ণাটক রাজ্য

(২০১৭ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ১৪৭৩-১৪৭৪)

নভেম্বর ০৮,২০২১

[এল নাগেশ্বর রাও, সঞ্জীব খান্না এবং বি. আর. গাভাই, বিচারপতিগন]

দণ্ডবিধি, ১৮৬০: ধারা ৩০২, ৩৭৬, ৩৬৪, ৩৬৬ক এবং ২০১ - ধর্ষণ ও হত্যা - রাষ্ট্রপক্ষের মামলা যেখানে অভিযুক্তরা পাঁচ বছরের এক মেয়েকে ধর্ষণ ও হত্যা করে এবং তারপর তার দেহ পাটের বস্তায় বেঁধে নদীতে ফেলে দেয় - ৩০২, ৩৭৬, ৩৬৪, ৩৬৬ক এবং ২০১ ধারার অধীনে অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ততা এবং সাজা - উচ্চ আদালত কর্তৃক বহাল - আপিলের ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত : রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণ এবং সাক্ষীর বক্তব্যের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিস্থিতির শৃঙ্খল আপিলকারীর অপরাধকে ইতিবাচকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে - রাষ্ট্রপক্ষের মামলায় যেসব অসঙ্গতি এবং অসঙ্গতি তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ তৈরি করে না - নির্ভরযোগ্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত- তারা প্রকৃতি এবং প্রবণতায় চূড়ান্ত - সাক্ষ্য-প্রমাণের শৃঙ্খল এতটাই সম্পূর্ণ যে আপিলকারীর নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপসংহারের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি অবশিষ্ট থাকে না - শুধুমাত্র অভিযুক্তের অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রমাণিত অনুমান ব্যতীত প্রতিটি অনুমান বাদ দেওয়া হয়- সুতরাং, ৩০২, ৩৭৬, ৩৬৪, ৩৬৬ক এবং ২০১ ধারার অপরাধের জন্য আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার নিম্নোক্ত আদালতের আদেশ বহাল রাখা হয়েছে।

সাজা/দণ্ড: মৃত্যুদণ্ড - আরোপ করা - ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ - ৩০২, ৩৭৬, ৩৬৪, ৩৬৬ক এবং ২০১ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আপিলকারীর দোষী সাব্যস্ততা এবং সাজা - মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমানো - সিদ্ধান্ত : সংস্কার এবং পুনর্বাসনের আশা রয়েছে - নিম্নোক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তর করার জন্য পর্যাপ্ত প্রশমনকারী কারণ রয়েছে- অপরাধ সংঘটনের সময় আপিলকারীর অল্প বয়স (২৩/২৫ বছর), তার দুর্বল আর্থ-সামাজিক পটভূমি, কোনও অপরাধমূলক পূর্বসূরির অনুপস্থিতি, অপরাধের পূর্বপরিকল্পিত প্রকৃতি না থাকা এবং অভিযুক্ত প্রায় ১০ বছর ১০ মাস কারাগারে কাটিয়েছেন তা অন্যান্য প্রশমিতকারী কারণ - নিঃসন্দেহে আপিলকারী একটি জঘন্য অপরাধ করেছেন,

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই তার কৃতকর্মের জন্য যথেষ্ট শাস্তি এবং অনুশোচনা হিসেবে কাজ করবে - এইভাবে, মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয় - তবে, আপিলকারী ৩০২ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অকাল মুক্তি/মওকুফের অধিকারী নন যতক্ষণ না তিনি কমপক্ষে ত্রিশ বছরের প্রকৃত কারাদণ্ড ভোগ করেন।

ফৌজদারি কার্যবিধির বিধি, ১৯৭৩: ধারা ২৩৫ (২)- লঙ্ঘন - আপিলকারী-অভিযুক্তের আবেদন যে, দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা প্রদানের বিষয়ে একটি সাধারণ আদেশ প্রদানের মাধ্যমে, হাইকোর্ট সাজা প্রদানের বিষয়ে আবেদনকারীর পৃথকভাবে শুনানি না করে আইন লঙ্ঘন করেছেন - সিদ্ধান্ত : আপিলকারীকে সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপকরণ নথিতে রাখার জন্য পর্যাপ্ত এবং পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

আপিল নিষ্পত্তি, আদালত

স্থির করা হয়েছে : ১.১ রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণ এবং সাক্ষী বিবৃতিগুলির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, পরিস্থিতির শৃঙ্খল আবেদনকারীর অপরাধকে ইতিবাচকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। যদিও আপিলকারীর আইনজীবী কঠোর পরিশ্রমের সাথে রাষ্ট্রপক্ষের মামলায় 'দ্বন্দ্ব এবং অসঙ্গতি' তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, তবে এটি বিশ্বাস করা হয় যে এটি এই আদালতের মনে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ তৈরি করে না। শরদ বর্ধিচাঁদ সারদার মামলায় নির্ধারিত পাঁচগুণ পরীক্ষা সন্তুষ্ট হয় কারণ পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত; সেগুলি প্রকৃতি ও প্রবণতায় চূড়ান্ত; প্রমাণের শৃঙ্খলা এতটাই সম্পূর্ণ যে আপিলকারীর নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপসংহারের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রেখে যায় না; প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলি কেবল অভিযুক্তের অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রমাণিত ব্যতীত প্রতিটি অনুমানকে বাদ দেয়। হাইকোর্টের পাশাপাশি জেলা ও দায়রা আদালতের রায় যা তাকে ধর্ষণ ও হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে ইত্যাদি, তাই বহাল থাকে।

শরদ বর্ধিচাঁদ সারদা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৮৪) ৪ এস. সি. সি ১১৬:১ এস. সি. আর ৮৮-এর উপর নির্ভরশীল।

১.২ প্রতিরক্ষা পক্ষের প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা প্রদত্ত চক্ষুগত প্রমাণের দ্বন্দ্বের উপর নির্ভর করার অধিকার রয়েছে এবং তাদের সংস্করণ এবং রাষ্ট্রপক্ষের মামলার মধ্যে যে কোনও অসঙ্গতি তুলে ধরার অধিকার রয়েছে। এটি সর্বজনীনভাবে নিশ্চিত অবস্থান নয় যে দ্বন্দ্বের সুযোগ নেওয়ার জন্য সাক্ষীদের অবশ্যই প্রতিরক্ষা পক্ষের মুখোমুখি হতে হবে।

১.৩ এই বিষয়ে যে পি.ডব্লিউ-৭, পি.ডব্লিউ-৮, পি.ডব্লিউ-৯ এবং পি.ডব্লিউ-১০ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাজানো সাক্ষী, প্রথমে সাইট ম্যাপটি লক্ষ্য করা হয়, যা নির্দেশ করে যে পি.ডব্লিউ-৭ কোথায় বসবাস করেন এবং গ্রাম থেকে নদীর দিকে যাওয়ার পথটি প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ। পি.ডব্লিউ-১৫ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তার জমির পাশে নদীর তীরে অবস্থিত জঙ্গলে আবর্জনাযুক্ত ঝোপঝাড় থাকায় সেই পথ দিয়ে নদীতে যাওয়া কঠিন ছিল। তার জমির পরেই অন্যদের জমি রয়েছে, যার পরেই একটি কবরস্থান অবস্থিত, যেখানে সাধারণত অদ্ভুত সময়ে কেউ যেত না। দ্বিতীয়ত, এমন যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে পি.ডব্লিউ-৮, পি.ডব্লিউ-৯ এবং পি.ডব্লিউ-১০ যে ৩০শে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখের কথা বলেছেন, তা সম্ভবত তারা সঠিক তারিখ মনে করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে হয়েছে, যখন তারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এক গুনির ব্যাগ এবং কাঁধে একটি মেয়েকে বহন করতে দেখেছিলেন। এটি মিথ্যা সাক্ষ্যদানের কারণে নয় যে অভিযুক্তকে রাত ৮:৩০ সময়ে শিশুটিকে বহন করতে দেখা হয়েছিল। সাক্ষীরা গ্রামের বাসিন্দা এবং যেহেতু ঘটনার প্রায় এক বছর পর তাদের সাক্ষ্য নথিভুক্ত করা হয়েছিল, তাই তারা সঠিকভাবে তারিখ মনে করতে পারেননি। কারণ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের তারিখগুলো গ্রামাঞ্চলে ততটা গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

১.৪ ২০১০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর, পি.ডব্লিউ-৪ বিকেল আনুমানিক ৫:০০ টায় একটি নিখোঁজ ব্যক্তির প্রতিবেদন দাখিল করেছিলেন। ৩০শে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে, আর-এর বাবা-মা, অর্থাৎ পি.ডব্লিউ-১ এবং পি.ডব্লিউ-১৯ও গ্রামে পৌঁছেছিলেন। যদি পি.ডব্লিউ-৮, পি.ডব্লিউ-৯ এবং পি.ডব্লিউ-১০ সত্যিই ৩০শে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে অভিযুক্তকে শিশুটিকে কাঁধে বহন করতে দেখতেন, তবে তারা অবিলম্বে তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, কারণ তখন পর্যন্ত আর-এর নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি গ্রামবাসীদের কাছে সর্বজনবিদিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, পি.ডব্লিউ-৮, পি.ডব্লিউ-৯ এবং পি.ডব্লিউ-১০ যে দিন অভিযুক্তকে শিশুটিকে কাঁধে বহন করতে দেখেছিলেন, সেটি ৩০শে ডিসেম্বর ২০১০ ছিল না। বরং, ৩০শে ডিসেম্বর ২০১০ ছিল সেই দিন, যখন এই সাক্ষীরা অন্যান্য গ্রামবাসীদের জানিয়েছিলেন যে তারা প্রায় দুই দিন আগে অভিযুক্তকে এক ছোট মেয়েকে কাঁধে বহন করতে দেখেছিলেন। পি.ডব্লিউ-৮, পি.ডব্লিউ-৯ এবং পি.ডব্লিউ-১০-এর বিবৃতিগুলি সতর্কভাবে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে তারা ৩০শে ডিসেম্বর ২০১০-এ পি.ডব্লিউ-১-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাদের দেখা ঘটনার বিষয়ে তাকে অবহিত করেছিলেন। অতএব, তারিখের অসঙ্গতিটি কেবল অসাবধানতা বা সময়ের ব্যবধানে স্মৃতির দুর্বলতার কারণে হয়েছে, যা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ যে মামলা গঠন করেছে, তা খণ্ডন করে না।

১.৫ সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে,আর -এর মৃতদেহ উদ্ধার আবেদনকারীর বক্তব্যের ভিত্তিতে হয়েছিল। মৃতদেহটি দুটি পাথরের সঙ্গে একটি পাটের বস্তাতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং প্রায় মাঝখানে-উঁচু জলের স্রোতে নিমজ্জিত করা হয়েছিল। পিডব্লিউ-৯ এবং পিডব্লিউ-১০ প্রায় অভিন্ন লাইনে পদচ্যুত হওয়ার বিষয়টি কোনওভাবেই কোনও অসঙ্গতি প্রতিফলিত করে না, বরং আদালতের পক্ষ থেকে তাদের প্রমাণ নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য ত্রুটি প্রতিফলিত করে।

২.১ আপিলকৃত রায় থেকে প্রতীয়মান হয় যে মৃত্যুদণ্ড প্রদান বিষয়ে হাইকোর্ট মামলার বিশদ পর্যালোচনা করেছে এবং প্রচুর প্রাসঙ্গিক মামলার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে। মামলার সার্বিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় হাইকোর্টের অভিমত ছিল যে, বিচারিক আদালত প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা উচিত, কারণ অভিযুক্তের পক্ষে কোনো লঘুকরণকারী পরিস্থিতি ছিল না, বরং বহু গুরুতর পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি ভুক্তভোগী আর-কে পূর্বপরিচিত ছিলেন, যার ফলে আর তার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাকে নির্মমভাবে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয় এবং তার দেহ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। অভিযুক্তের উদ্দেশ্য, ভুক্তভোগীর অসহায়ত্ব, অপরাধের ভয়াবহতা এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিবেচনায় আদালত এই ঘটনাকে “অত্যন্ত বিরল” মামলার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছে। তাই, এই ধরনের জঘন্য অপরাধ প্রতিরোধের জন্য এবং সমাজে এর প্রতি চরম ঘৃণার প্রকাশ ঘটাতে, আদালত মৃত্যুদণ্ডের আদেশকে যথাযথ বলে মনে করেছে।

২.২ বিবাদীপ্রতিবাদী রাষ্ট্র কর্তৃক দাখিল করা আপত্তির বিবৃতিতে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণগুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়াও, রাষ্ট্রপক্ষ মৃত্যুদণ্ডের সমর্থনে যুক্তি প্রদান করেছে যে, অভিযুক্তের কার্যকলাপ সমাজের নৈতিক কাঠামোকে বিপন্ন করে এমন একটি গুরুতর ও ব্যতিক্রমী অপরাধের মধ্যে পড়ে।রাষ্ট্রের যুক্তি হলো, এটি "অত্যন্ত বিরল" মামলার অন্তর্ভুক্ত, কারণ অভিযুক্ত বিস্কুট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে পাঁচ বছরের এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও হত্যা করেছে এবং তার মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করেছে। নিহত আর আত্মরক্ষা তো দূরের কথা, অভিযুক্তকে কোনো প্রকার উসকানিও দেয়নি।জাতীয় অপরাধ নথি ব্যুরোর সংকলিত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, যেখানে ২০২০ সালে ভারতে প্রতিদিন গড়ে ৭৭টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অভিযুক্তের জন্য প্রতিরোধমূলক শাস্তির আবেদন করেছেন।।

২.৩ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৩৫ (২) লঙ্ঘনের আবেদনের ক্ষেত্রে, যা অভিযুক্তদের অবশ্যই শুনানির নির্দেশ দেয়, ডাগ্ডুর মামলায় নির্ধারিত নীতির আলোকে, আবেদনকারীকে সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপকরণ নথিতে রাখার জন্য পর্যাপ্ত এবং পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

২.৪ বিচার আদালত নথিভুক্ত করেছে যে মৃত্যুদণ্ড এই ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল যে "অপরাধটি অত্যন্ত পৈশাচিক পদ্ধতিতে করা হয়েছিল এবং এটি নিষ্ঠুর, বর্বর এবং বিদ্রোহী ছিল।" এটি সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিচার আদালত কেবল লক্ষ্য করেছে যে আবেদনকারী অল্প বয়সের (২৩/২৫) খুব দরিদ্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তবে এগুলিকে প্রশমনকারী কারণ হিসাবে বিবেচনা করেননি। হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে যে কোনও প্রশমনকারী পরিস্থিতি নেই। এই পর্যবেক্ষণটি ভুল। প্রথমত, এটি স্পষ্ট যে আবেদনকারীর কোনও অপরাধমূলক পূর্বসূরী ছিল না, বা অপরাধের কমিশন পূর্বপরিকল্পিত ছিল তা প্রমাণ করার জন্য কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি।

রাষ্ট্রের দ্বারা এমন কোনও উপাদান দেখানো হয়নি যা ইঙ্গিত করে যে আপিলকারীকে সংস্কার করা যাবে না এবং সমাজের জন্য এটি একটি অব্যাহত হুমকিহিসেবে বিবেচিত হতে পারে । অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক জারি করা মৃত্যুদণ্ডের বন্দী মনোনীত তালিকা থেকে দেখা যায় যে, কারাগারে আপিলকারীর আচরণ 'সন্তোষজনক' হয়েছে। কারাগারে আপিলকারীর আচরণ তার অতীত কর্মের জন্য ক্ষমা হিসাবে বিবেচিত হবে, যা তার সংস্কার এবং মানবিক মোড় নেওয়ার ইচ্ছাকেও প্রতিফলিত করে। উপরন্তু, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় আপিলকারীর অল্প বয়স (২৩/২৫ বছর), তার দুর্বল আর্থ-সামাজিক পটভূমি, কোনও অপরাধমূলক পূর্বসূরীর অনুপস্থিতি, অপরাধের অ-পূর্ব-পরিকল্পিত প্রকৃতি এবং প্রায় ১০ বছর ১০ মাস কারাগারে কাটানোর বিষয়টি অন্যান্য বর্ধিত কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা মৃত্যুদণ্ড আরোপের বিরুদ্ধে যোগ করে যা কেবল বিরলতম ক্ষেত্রেই আরোপ করা হবে। আবেদনকারী রাষ্ট্র এই সম্ভাবনা প্রমাণ করার জন্য কিছু দেখায়নি যে আপিলকারী সমাজের জন্য অব্যাহত হুমকি হিসাবে সহিংস কাজ করবে; বিপরীতে, কারাগারে তার আচরণ সন্তোষজনক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই যে আপিলকারী একটি ঘৃণ্য অপরাধ করেছেন এবং এর জন্য এটি বিশ্বাস করা হয় যে আজীবন কারাবাস তার কাজের জন্য যথেষ্ট শাস্তি এবং অনুশোচনা হিসাবে কাজ করবে, বিশ্বাস করার মতো কোনও উপাদানের অভাবে যে যদি তাকে বাঁচতে দেওয়া হয় তবে সে একটি কবর এবং

সমাজের জন্য একটি গুরুতর হুমকি; এবং যাবজ্জীবন কারাবাসও এই ধরনের যে কোনও হুমকিকে প্রতিহত করবে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে সংস্কার, পুনর্বাসনের আশা রয়েছে এবং এইভাবে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিকল্প অবশ্যই বন্ধ করা হয় না এবং তাই গ্রহণযোগ্য।

২.৫ দায়রা আদালত কর্তৃক আরোপিত এবং হাইকোর্ট কর্তৃক নিশ্চিত করা মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করার জন্য পর্যাপ্ত প্রশমনকারী কারণ রয়েছে, এই নির্দেশের সাথে যে আপিলকারী দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-এর অধীনে অপরাধের জন্য অকাল মুক্তি/ক্ষমা পাওয়ার অধিকারী হবেন না যতক্ষণ না তিনি কমপক্ষে ত্রিশ (৩০) বছরের জন্য প্রকৃত কারাবাস ভোগ করেন। অন্যান্য সাজা বজায় রাখার সময়, এটি নির্দেশ দেওয়া হয় যে সাজা একযোগে চলবে এবং ধারাবাহিকভাবে নয়, কারণ আপিলকারীকে কোডের ধারা ৩৭৬-এর অধীনে অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, যা কোডের ধারা ৩০২-এর অধীনে অপরাধের জন্য সাজাও আরোপ করা হয়।

২.৬ কোডের ধারা ৩০২,৩৭৬,৩৬৪,৩৬৬ক এবং ২০১-এর অধীনে অপরাধের জন্য আপিলকারীর দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং কোডের ধারা ৩৭৬,৩৬৪,৩৬৬ক এবং ২০১-এর অধীনে অপরাধের জন্য প্রদত্ত সাজা বহাল রাখা হয়েছে। এই শর্তে মৃত্যুদণ্ডটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে যে আপিলকারী কোডের ধারা ৩০-এর অধীনে অপরাধের জন্য প্রকৃত ৩০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করার আগে অকাল মুক্তি/ক্ষমা পাওয়ার অধিকারী হবেন না এবং আরও প্রদত্ত সাজা একযোগে চলবে এবং ধারাবাহিকভাবে নয়।

শান্তি দেবী বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০১২) ১২ এস. সি. সি ১৫৮:৯ এস. সি. আর ২২৬; রঞ্জিত কুমার হালদার বনাম সিকিম রাজ্য (২০১৯) ৭ এস. সি. সি ৬৮৪:৯ এস. সি. আর ৭৫৪; সান্তা সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৭৬) ৪ এস. সি. সি ১৯০:১ এস. সি. আর ২২৯; ডাগডু এবং অন্যান্যরা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৭৭) ৩ এস. সি. সি ৬৮:৩ এস. সি. আর ৬৩৬; শক্রুষ্ণ ববন মেশরাম বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০২১) ১ এস. সি. সি ৫৯৬; বান্টু ওরফে নরেশ গিরি বনাম মধ্য প্রদেশ রাজ্য (২০০১) ৯ এস. সি. সি ৬১৫:৪ সাপ্লাই। এস. সি. আর ২৯৮; পুরুষোত্তম দশরথ বোরাটে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১৫) ৬ এস. সি. সি ৬৫২: [২০১৫]৫ এস. সি. আর ১১১২ ; মুল্লা বনাম

উত্তরপ্রদেশের রাজ্য (২০১০) ৩ এস. সি. সি. ৫০৮:২ এস. সি. আর. ৬৩৩; মোহন বনাম টি. এন. রাজ্য (১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি. ৩৩৬:৩ এস. সি. আর. ৩১৭; আখতার বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (১৯৯৯) ৬ এস. সি. সি. ৬০; ভারত সংঘ বনাম ভি. শ্রীহরণ ওরফে মুরুগান এবং অন্যান্যরা (২০১৬) ৭ এস. সি. সি. ১:১৪ এস. সি. আর. ৬১৩।

মোদীর মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স অ্যান্ড টক্সিকোলজির পাঠ্যপুস্তক, ২৫তম সংস্করণ (২০১৬), অধ্যায় XV-'পোস্ট মর্টেম চেঞ্জস অ্যান্ড টাইম অফ ডেথ'। পৃষ্ঠা ৩৫২-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[২০১২] ৯ এসসিআর ২২৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১৯] ৯ এসসিআর ৭৫৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
[১৯৮৫] ১ এস. সি. আর ৮৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১
[১৯৭৭] ১ এসসিআর ২২৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৬
[১৯৭৭] ৩ এসসিআর ৬৩৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৬
(২০২১) ১ এস. সি. সি ৫৯৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৬
[২০০১] ৪ সম্পূরক. এস. সি. আর ২৯৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৭
[২০১৫] ৫ এসসিআর ১১১২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৮
[২০১০] ২ এস. সি. আর ৬৩৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৮
[১৯৯৮] ৩ এসসিআর ৩১৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৮
(১৯৯৯) ৬ এস. সি. সি ৬০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৮
[২০১৫] ১৪ এস. সি. আর ৬১৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩০

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৭ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ১৪৭৩-১৪৭৪।

কর্ণাটক হাইকোর্টের ধারাওয়াড় বেঞ্চের ০৬.০৩.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত ২০১৩ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২০৮২ এবং ২০১৩ সালের ফৌজদারি রেফারড মামলা নং ৩২

গৌরব আগরওয়াল, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী ।

নিখিল গোয়েল, এএজি, ভি. এন. রঘুপতি, বিনয় ম্যাথিউ, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেছিলেন

সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি

১. ২০১৭ সালের ৬ই মার্চ ধারওয়াড়ে কর্ণাটক হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিরোধিতার রায়, আবেদনকারী-ইরাপ্পা সিদ্দাপ্পা মুরগনাভার-কে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (সংক্ষেপে, 'কোড')-এর ধারা ৩০২,৩৭৬,৩৬৪,৩৬৬ক এবং ২০১-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে; এবং ধারা ৩০২-এর অধীনে অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড, ধারা ৩৭৬-এর অধীনে অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ছয় বছরের জন্য কঠোর কারাদণ্ড এবং ধারা ৩৬৪ এবং ৩৬৬ক-এর অধীনে অপরাধের জন্য খেলাপি শর্ত সহ ২,০০০ টাকা জরিমানা এবং দুই বছরের জন্য কঠোর কারাদণ্ড নিশ্চিত করে। কোডের ৩৭৬,৩৬৪,৩৬৬ক এবং ২১০ ধারার অধীনে সাজাগুলি ধারাবাহিকভাবে চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটি হল যে, আপিলকারী মৃত ব্যক্তিকে ধর্ষণ করে, শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং তারপর একটি পাটের বস্তাতে বাঁধা অবস্থায় তাকে বেনিহাল্লা নামক স্রোতে ফেলে দেয়। যেহেতু অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই, তাই এই অনুমানগুলি প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ তিন ধরনের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেছেঃ (i) আবেদনকারী কোনও প্রতিবেশীকে ২০১০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন; (ii) আবেদনকারীকে শেষবার কিছু সাক্ষী বেনিহাল্লা প্রবাহের দিকে একটি পাটের বস্তা বহন করতে দেখেছিলেন; এবং (iii) ২০১১ সালের জানুয়ারিতে আবেদনকারীর প্রকাশ্য বিবৃতির ভিত্তিতে, বেনিহাল্লা থেকে একটি পাটের বস্তাতে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল।

৩. আর, ৫ বছর এবং ২ মাস বয়সী একটি মেয়ে, কর্ণাটকের জাডাগ জেলার নারগুন্ড তালুকের খানপুর গ্রামে তার মাতামহ রাঙ্গাপ্পার সাথে থাকত, যখন তার বাবা-মা কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে কাজ করতেন। রাঙ্গাপ্পার প্রতিবেশী ভেঙ্কভা পাতিল (পিডব্লিউ-৫) এবং তার ভাগ্নে অজিত পাতিল (পিডব্লিউ-৬) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ২০১০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে টিভি দেখতে তাদের বাড়িতে এসেছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে আবেদনকারীও তাদের বাড়িতে এসেছিল। সে তার সাথে কথা বলছিল এবং তার বিস্কুট কেনার অজুহাতে তাকে নিয়ে যায়। রঙ্গপ্পার ভাই হানামাপ্পা (পিডব্লিউ-৪) সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে সেই রাতে ফিরে আসেননি এবং প্রচণ্ড প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরের দিন, তিনি ভেঙ্কভা পাতিলের (পিডব্লিউ-৫) বাড়িতে আর-এর অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর নেন, যেখানে তাঁকে জানানো হয়েছিল যে আবেদনকারী তাঁকে নিয়ে গেছেন। হানামাপ্পা

(পিডব্লিউ-৪) ২০১০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর (প্রদর্শনী পি-৬) নারগুন্ড থানায় একটি নিখোঁজ ব্যক্তির প্রতিবেদন দায়ের করে। এই অভিযোগে বলা হয়েছে যে, ২০১০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর (৯) তারিখে মল্লানগৌড়া কাগাদাল (পিডব্লিউ-১৪) তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, আর নিখোঁজ রয়েছেন, যার পরে তিনি তাঁর ভাই রাঙ্গাপ্পার বাড়িতে যান এবং তাঁর ভাইয়ের মেয়ে ইয়াল্লাভা ম্যাঙ্গালোর (পিডব্লিউ-২৩)-এর কাছ থেকে জানতে পারেন যে, আর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ভেঙ্কভা পাটিলের (পিডব্লিউ-৫) বাড়িতে টিভি দেখতে গিয়েছিলেন, এবং তিনি অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আর-এর অবস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন। অভিযোগের সাথে জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করেননি, আবেদনকারীর দ্বারা গণনা করা তথ্যে উল্লেখ করা হবে যে পরে কাউন্সেলারের দ্বারা সম্বোধন করা হবে। একইভাবে, ইয়াল্লাভা ম্যাঙ্গালোর (পিডব্লিউ-২৩) সাক্ষ্য দিয়েছে যে আর ২০১০ সালের ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে তার প্রতিবেশী বাড়িতে টিভি দেখতে গিয়েছিল। আর বাড়ি না ফেরায় তারা তাদের প্রতিবেশী ভেঙ্কভা পাতিলের (পিডব্লিউ-৫) সাথে অনুসন্ধান করেছিল, যিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে আর টিভি দেখার জন্য তার বাড়িতে এসেছিল এবং সে হয়তো বাইরে চলে গেছে। ইয়াল্লাভা ম্যাঙ্গালোর (পিডব্লিউ-২৩) খুঁজছিল এবং ব্যর্থ হওয়ার পরে তার বাবা এবং কাকাকে জানিয়েছিল।

৪. হানামাপ্পা (পিডব্লিউ-৪) এবং ইয়াল্লাভা ম্যাঙ্গালোর (পিডব্লিউ-২৩)-এর কাছ থেকে জানা যায় যে, তার বাবা সাঙ্গানাবাসপ্পা (পিডব্লিউ-১) এবং মা শিবেলিয়া (পিডব্লিউ-১৯) ২০১০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর খানপুরে ফিরে আসেন। তারপর, তার জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সাঙ্গানাবাসপ্পা (পিডব্লিউ-১) বলেছেন যে ভীমপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮), হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০) এবং অন্যান্যরা তাকে বলেছিলেন যে তারা আবেদনকারীকে তার মেয়েকে কোথাও বহন করতে দেখেছে। তারপর তিনি ১লা ডিসেম্বর (২০১১) নারগুন্ড থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। হানামাপ্পা (পিডব্লিউ-৪) একইভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি গ্রামের বাসিন্দা ভীমাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮), গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯) এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পি-১০)-এর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে তারা আবেদনকারীকে কাঁধে তুলে এবং বেনিহাল্লা প্রবাহের দিকে যেতে দেখেছিল। এরপরে, তিনি থানায় গিয়ে আবেদনকারীর সম্ভাব্য জড়িত থাকার বিষয়ে পুলিশকে অবহিত করেন। একইভাবে, ভেঙ্কভা পাটিল (পিডব্লিউ-৫) পুলিশের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন যে ইয়াল্লাপাগাউদা কাগাদাল (পিডব্লিউ-৭), ভীমাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮), গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পি-৯) এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পি-১০) আবেদনকারীকে একটি বন্দুক এবং ব্যাগ নিয়ে মৃত ব্যক্তির দিকে হাঁটতে দেখেছিলেন। এই প্রমাণগুলি, নীচে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে যে আবেদনকারীকে আর এবং একটি পাটের বস্তা বহন করতে এবং স্রোতের দিকে হাঁটতে দেখা গেছে।

৫. ইয়ালাপ্পাগৌড়া কাগাদাল (পিডব্লিউ-৭) তাঁর শপথ বিবৃতিতে রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্যকে নিশ্চিত করেছেন যে, ২০১০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর রাত ৮টা ৩০ মিনিটে যখন তিনি তাঁর বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন তিনি আবেদনকারীকে একটি শিশু (যে একটি ফ্রক পরেছিল) এবং একটি পাটের বস্তা বহন করে বাসস্ট্যান্ড রোড দিয়ে যেতে দেখেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে আবেদনকারী উক্ত মেয়েটিকে তার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। পরবর্তীকালে তিনি অন্যদের অবহিত করেছিলেন এবং ভীমাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮), গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯) এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০)-এর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে তারাও আবেদনকারীকে প্রায় ৮টা ৩০ মিনিটে (২৮শে ডিসেম্বর) তাঁর সাথে একটি কন্যা শিশুকে বহন করতে দেখেছিল। ভীমাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮), গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯) এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০) তাঁদের জবানবন্দিতে নিশ্চিত করেছেন যে তাঁরা রাত সাড়ে আটটায় আবেদনকারীকে কাঁধে একটি মেয়ে এবং একটি পাটের বস্তা বহন করতে দেখেছিলেন।

৬. অজিত পাতিল (পিডব্লিউ-৬) তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে তারা আবেদনকারীকে খুঁজছিল কিন্তু সে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এটিও অন্যদের সাথে এই সন্দেহের কারণ ছিল যে আবেদনকারী তাকে ধর্ষণ ও হত্যা করার উদ্দেশ্যে আর-কে অপহরণ করেছিল।

৭. তদন্তকারী অফিসার বি বিজয়কুমার (পিডব্লিউ-২৪) বলেছেন যে তিনি পি. এস. আই. এস. কামথাগি (পিডব্লিউ-২৫)-এর কাছ থেকে তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ২০১১ সালের জানুয়ারিতে। তিনি আবেদনকারীর খোঁজ করেন এবং একই দিনে গৌড়প্পগৌড়া হনুমন্তগৌড়া কাগদল নামে একজনের সামনে তাকে গ্রেপ্তার করেন। চার্জশিটে যেমন দেখানো হয়েছে গ্রেপ্তারের তারিখ ও সময় হল ২০১১ সালের জানুয়ারি ভোর ৪টা ৩০ মিনিটে। বি বিজয়কুমার (পিডব্লিউ-২৪) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, গ্রেপ্তারের পর আবেদনকারী একটি প্রকাশ্য বিবৃতি (প্রদর্শনী পি-১৭) দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে, তিনি একটি ব্যাগে মৃতদেহ ঢুকিয়েছিলেন। প্রকাশ্য বিবৃতির ভিত্তিতে, আবেদনকারীকে শ্রীনিবাসরেড্ডি রামনগৌড়া হোসামানি (পিডব্লিউ-১৫) নামে এক ব্যক্তির মাঠের কাছে বেনিহাল্লায় নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তিনি সেই জায়গাটি দেখিয়েছিলেন যেখানে তিনি আর-এর মৃতদেহ ফেলে দিয়েছিলেন। নাডাফ (পিডব্লিউ-১১) এবং শঙ্করাপ্পা তাদাসি (পিডব্লিউ-১২) প্রায় অভিন্ন অনুমানের ভিত্তিতে বলেছেন যে, আবেদনকারী বেনিহাল্লায় সেই জায়গাটি দেখিয়েছিলেন যেখানে তিনি দুটি পাথর সহ একটি পাটের বস্তাতে বাঁধা দেহটি ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। পুলিশের নির্দেশে, তারা জলে ডুব দিয়ে একটি পাটের বস্তা আবিষ্কার করে, যার মধ্যে দুটি পাথর সহ মৃতদেহ ছিল। পাথরগুলি রাজেসাব নাদাফ

(পি.ডব্লিউ-১১) এবং শংকরাপ্পা তাদাসি (পি.ডব্লিউ-১২) কর্তৃক শনাক্ত করা হয় এবং যথাক্রমে এম.ও.১ এবং এম.ও ২ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, পাটের বস্তাটি এম.ও.৩ এবং আর পরিহিত ফ্রকটি এম.ও.৪ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। রাজেশব নাদফ (পিডব্লিউ-১১) এবং শঙ্করাপ্পা তাদাসি (পিডব্লিউ-১২) দ্বারা দাবি করা সংস্করণটি পঞ্চ সাক্ষীদের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি শ্রীনিবাসরেড্ডি রামানাগৌড়া হোসামানি (পিডব্লিউ-১৫) দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে পুলিশ দু 'জনকে জলে প্রবেশ করতে বলেছিল, যিনি তার পাম্প সেটের সাথে সংযুক্ত পাইপের কাছে একটি পাটের বস্তা পেয়েছিলেন। পাটের বস্তাটি খোলা হয়েছিল যাতে দুটি পাথরের সাথে আর এর মৃতদেহ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপক্ষ এই জবানবন্দির উপর নির্ভর করে প্রমাণ দিয়েছে যে, আবেদনকারীর প্রকাশ্য বিবৃতির ভিত্তিতে স্রোত থেকা আর-এর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

৮. অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরিস্থিতি প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা নির্ভর করা সাক্ষীদের বিবৃতি এবং প্রমাণগুলি নোট করার পরে, আমরা সাক্ষীদের বিবৃতি এবং রাষ্ট্রপক্ষের মামলার মধ্যে অসামঞ্জস্যের প্রভাব পরীক্ষা করব, যা আপিলকারীর আইনজীবী জমা দেয়, এটি প্রতিষ্ঠিত করে যে রাষ্ট্রপক্ষ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে মামলাটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৯. প্রথম অসঙ্গতি অভিযোগটি হানামাপ্পা (পিডব্লিউ-৪) এবং ইয়াল্লাভা ম্যাঙ্গালোর (পিডব্লিউ-২৩) এর সাক্ষ্যের সাথে ভেঙ্কাভা পাটিল (পিডব্লিউ-৫) এবং অজিত পাটিল (পিডব্লিউ-৬) এর সাক্ষ্যের মধ্যে তুলনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা ২০১০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬:৩০ টায় ভেঙ্কাভা পাটিল (পিডব্লিউ-৫) এর বাড়িতে অভিযুক্তের উপস্থিতি সম্পর্কিত। অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবী জোর দিয়ে বলেছেন যে, অভিযুক্ত আর কে বিস্কুট দেওয়ার অজুহাতে নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছিল এমন দাবিটি একটি পরবর্তী চিন্তা এবং পরিকল্পিত প্রমাণ। এই বিষয়ে, তিনি প্রদর্শনী পি-৬ -এর উপর নির্ভর করেছেন, যা হানামাপ্পা (পিডব্লিউ-৪) কর্তৃক ২০১০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বিকাল ৫:০০ টায় দায়ের করা অভিযোগপত্র, যেখানে ভেঙ্কাভা পাটিল (পিডব্লিউ-৫) এবং অজিত পাটিল (পিডব্লিউ-৬) এর বাড়িতে অভিযুক্তের উপস্থিতি বা সে আর কে নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছিল এমন কোনো উল্লেখ নেই, যদিও সাক্ষীদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত আরকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অভিযোগ দায়ের করার আগেই হানামাপ্পা (পিডব্লিউ-৪) কে জানানো হয়েছিল। এছাড়াও, পিএসআই এস.এস. কামাথাগি (পিডব্লিউ-২৫) এর সাক্ষ্যের উপরও নির্ভর করা হয়েছে, যিনি দাবি করেছেন যে তিনি অভিযোগ (প্রদর্শনী পি-৬) নথিভুক্ত করার পর গ্রামে গিয়েছিলেন এবং আর কে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হননি। আমাদের দৃষ্টি এফআইআর (প্রদর্শনী পি-২২) এর দিকে আকর্ষণ করা হয়েছে, যা সাঙ্গানাবাসাপ্পা (পিডব্লিউ-১) এর বিবৃতির ভিত্তিতে ২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এবং ১লা জানুয়ারির মধ্যবর্তী রাতে নথিভুক্তকরা হয়েছিল। এফআইআর এ উল্লেখ করা হয়েছে যে ভেঙ্কাভা পাটিল (পিডব্লিউ-৫) এবং অজিত পাটিল (পিডব্লিউ-৬) সাঙ্গানাবাসাপ্পা (পিডব্লিউ-১) কে জানিয়েছিলেন যে অভিযুক্ত আর কে নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছিল, এবং

সাঙ্গানাবাসাপ্পা (পিডব্লিউ-১) এই তথ্য জানতে পেরেছিলেন ২০১০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর। আবেদনকারীর আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে ভেঙ্কভ পাতিল (পিডব্লিউ-৫) এবং অজিত পাতিল (পিডব্লিউ-৬) আবেদনকারীর নাম উল্লেখ করেননি যদিও ২০১০ সালের ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে নিখোঁজ ছিলেন এবং আবেদনকারীর জড়িত থাকার প্রথম উল্লেখ কেবলমাত্র ১লা জানুয়ারী ২০১১ তারিখের এফআইআর-এ দেখা যায়। অতএব, ভেঙ্কভ পাতিল (পিডব্লিউ-৫) এবং অজিত পাতিল (পিডব্লিউ-৬)-এর জমা দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে 'শেষবার দেখা'-এর প্রমাণটি অস্পষ্ট এবং সন্দেহজনক।

১০. খানপুর একটি ছোট গ্রাম, নির্জন এবং শহরাঞ্চল বা অন্যান্য বসতি থেকে দূরে, যা এই সত্য থেকে স্পষ্ট যে নিকটতম পুলিশ স্টেশনটি প্রায় উনিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। হানামাপ্পা (পিডব্লিউ-৪) যিনি পুলিশ অভিযোগ করেছিলেন (পি-৬ প্রদর্শন করেছিলেন) ডিসেম্বর ২০১০-এ, এবং তাঁর প্রতিবেশী ভেঙ্কভা পাটিল (পিডব্লিউ-৫) এবং অজিত পাটিল (পিডব্লিউ-৬) গ্রামের বাসিন্দা এবং সাধারণ মানুষ। গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এবং পরিচিত গ্রামবাসীদের মধ্যে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের কারণে, হানামাপ্পা (পিডব্লিউ-৪), ভেঙ্কভা পাটিল (পিডব্লিউ-৫) এবং অজিত পাটিল (পিডব্লিউ-৬) প্রাথমিকভাবে 'আর নিখোঁজ হওয়ার' অভিযোগকারীকে সন্দেহ করেননি। অভিযোগটি (প্রদর্শনী পি-৬) সংক্ষিপ্ত এবং সংক্ষিপ্ত; যদিও উল্লেখ করা হয়েছে যে আর নিখোঁজ ছিল, তবে এটি নথিভুক্তকরে না যে তাকে কেউ ধর্ষণ করেছে এবং হত্যা করেছে। এটি হানামাপ্পার (পিডব্লিউ-৪) ক্রস-পরীক্ষা থেকেও স্পষ্ট যে অভিযোগ দায়ের করার সময় তিনি জানতেন না যে আবেদনকারী কোনও অপরাধ করেছেন কিনা। লক্ষণীয়ভাবে, আবেদনকারীর জড়িত থাকার ইঙ্গিতটি খুব শীঘ্রই তৈরি করা হয়েছিল, অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর ২০১০। ততদিনে পুরো গ্রামটি আতঙ্কিত এবং সতর্ক অবস্থায় ছিল যে গ্রামের কেউ একটি ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছে। ইয়াল্লাপাগৌড়া কাগাদাল (পিডব্লিউ-৭), ভীমপাপা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮), গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯), এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০) এগিয়ে এসে বলেছিলেন যে তাঁরা আবেদনকারীকে একটি শিশুকে বেনিহাল্লার দিকে নিয়ে যেতে দেখেছেন। পেশায় একজন চালক, আবেদনকারী, অজিত পাটিলের (পিডব্লিউ-৬) সাক্ষ্য অনুসারে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। অতএব, আবেদনকারী যিনি আপাতদৃষ্টিতে ভেঙ্কভা পাটিলের (পিডব্লিউ-৫) এবং অজিত পাটিলের (পিডব্লিউ-৫) ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং টেলিভিশন দেখার জন্য 'উত্তরাধিকারী বাড়িতে' এসেছিলেন, সরাসরি অভিযোগ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কেউ মেনে নিতে পারে যে ভেঙ্কাভা পাতিল (প্রধানমন্ত্রী-৫) এবং অজিত পাতিল (প্রধানমন্ত্রী-৬) এর বক্তব্যে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকতে পারে, যতদূর তারা আপিলকারীকে আর-এর সাথে কথোপকথন করতে শুনেছেন

এবং যে সে তাকে বিস্কুট দেওয়ার অজুহাতে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এর ফলে এই তথ্যের কোনও প্রভাব পড়বে না যে আপিলকারী এবং ভুক্তভোগী আর ২৮শে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে সন্ধ্যা ৬:৩০ টায় ভেঙ্কাভা পাতিল (পিডব্লিউ-৫) এবং অজিত পাতিল (পিডব্লিউ-৬) এর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন যেখানে তারা টিভি দেখতে গিয়েছিলেন। এটা ধরে নেওয়া বেশ বোকামি হবে যে আপিলকারী ২৮শে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে সন্ধ্যা ৬:৩০ টায় ভেঙ্কাভা পাতিল (পিডব্লিউ-৫) এবং অজিত পাতিল (পিডব্লিউ-৬) এর বাড়িতে যাননি, যখন আরও উপস্থিত ছিলেন, এবং আপিলকারী আর-কে তার সাথে নিয়ে চলে গেছেন।

১১. ইয়াল্লাপাগৌড়া কাগাদাল (পিডব্লিউ-৭), ভীমাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮), গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯) এবং হানামাপ্পা তালাওয়ারের (পিডব্লিউ-১০) সাক্ষ্যের প্রতি সূক্ষ্ম মনোযোগ দেওয়া সমীচীন হবে। এই গ্রামবাসীদের আবার সন্দেহ করার কোনও কারণ ছিল না যে আপিলকারী, যিনি একটি শিশুকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি ধর্ষণ ও হত্যার অপরাধমূলক কাজের জন্য দোষী ছিলেন বা তিনি ভুক্তভোগীর দেহকে স্রোতে ফেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাঁধে একটি পাটের বস্তা বহন করছিলেন। ইয়াল্লাপৌড়া কাগাদাল (পিডব্লিউ-৭)-এর বিবৃতি থেকে এটি বোধগম্য, যা অনুসারে তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে আপিলকারী মেয়েটিকে তার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপরে পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়, যা সঙ্গনাবাসপ্পা (পিডব্লিউ-১) কর্তৃক ২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এবং ২০১১ সালের ১লা জানুয়ারির মধ্যবর্তী রাতে প্রদত্ত বিবৃতিতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়, যেখানে তিনি আবেদনকারীর উপর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই বিবৃতিটি গ্রামীণ পরিবেশে মানুষের ক্রোধকে প্রতিফলিত করে কারণ বিশ্বাস অবিশ্বাসের পথ ছেড়ে দিয়েছিল। ততদিনে গ্রামবাসীরা আবেদনকারীর সাথে শেষবার দেখা গিয়েছিল, যাকে একটি শিশু এবং একটি পাটের বস্তা বহন করতে দেখা গিয়েছিল, এবং তাই তারা সন্দেহ করেছিল যে তাকে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছে। নিখোঁজ এবং নিখোঁজ হওয়ার অন্য কোনও কারণ ছিল না, যেহেতু সে মাত্র পাঁচ বছর বয়সী একটি মেয়ে যে সন্ধ্যায় প্রতিবেশীদের বাড়িতে টিভি দেখতে গিয়েছিল। পি. এস. আই এস. এস. কামথাগি (পি. ডব্লিউ-২৫)-এর বিবৃতি কোনওভাবেই রাষ্ট্রপক্ষ সংস্করণ বা সাঙ্গানাবাসপ্পা (পি. ডব্লিউ-১), হানামাপ্পা (পি. ডব্লিউ-৪), ভেঙ্কভা পাটিল (পি. ডব্লিউ-৫), অজিত পাটিল (পি. ডব্লিউ-৬), ইয়ালাপ্পগৌড়া কাগদল (পি. ডব্লিউ-৭), ভীমাপ্পা তালাওয়ার (পি. ডব্লিউ-৮), গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পি. ডব্লিউ-৯), হানামাপ্পা তালাওয়ার (পি. ডব্লিউ-১০), এবং ইয়াল্লভা ম্যাঙ্গালোর (পি. ডব্লিউ-২৩)-এর সাক্ষ্যের বিরোধিতা করে না।

১২.আমরা এখন ইয়াল্লাপাগৌড়া কাগাদাল (পিডব্লিউ-৭), ভীমাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮), গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯) এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০)-এর আদালতের সাক্ষ্যের তারিখের অসামঞ্জস্য পরীক্ষা করব এবং আবেদনকারীর আইনজীবীর যুক্তি বিবেচনা করব যে ইয়াল্লাপাগৌড়া কাগাদাল (পিডব্লিউ-৭), ভীমাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮), গাদিগেপ্পা

তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯) এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯), এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০), তাঁর সাক্ষ্যে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি আবেদনকারীকে ২০১০ সালের ডিসেম্বরের রাত প্রায় সাড়ে আটটায় একটি মেয়েকে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে দেখেছিলেন। ইয়াল্লাপাগৌদার (পিডব্লিউ-৭) দেখার তারিখ সম্পর্কিত বিবৃতির বিপরীতে, ভীমপাপা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮), গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯), এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০), ভীমপাপা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০) দ্বারা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা আবেদনকারীকে তাঁর কাঁধে পাটের বস্তা এবং একটি কন্যা সন্তানের সাথে দেখেছেন। আপিলকারীর আইনজীবী এই তারিখগুলির অসঙ্গতি তুলে ধরে। অন্যদিকে, রাষ্ট্র যুক্তি দেখিয়েছে যে এই দ্বন্দ্বটি প্রতিরক্ষা দ্বারা তাদের জেরা করা সাক্ষীদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করা উচিত ছিল। রাষ্ট্রের উত্থাপিত যুক্তিটি আমাদের অযৌক্তিক এবং ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এটি একটি স্বীকৃত অবস্থান যে প্রতিরক্ষা প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা উপস্থাপিত চক্ষুগত প্রমাণের দ্বন্দ্বের উপর নির্ভর করার অধিকারী এবং 'তাদের সংস্করণ এবং রাষ্ট্রপক্ষের মামলার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি তুলে ধরার অধিকারী। এটি সর্বজনীনভাবে নিশ্চিত অবস্থান নয় যে দ্বন্দ্বের সুযোগ নেওয়ার জন্য সাক্ষীদের অবশ্যই প্রতিরক্ষা পক্ষের মুখোমুখি হতে হবে।

১৩. ইয়াল্লাপাগৌড়া কাগাদাল (পিডব্লিউ-৭), ভীমপাপা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮), গাডিগেপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯) এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০) রোপিত সাক্ষী হওয়ার দিক থেকে, প্রথমে আমরা সাইটের মানচিত্রটি (প্রদর্শনী পি-৮) লক্ষ্য করি যা ইয়াল্লাপাগৌড়া কাগাদাল (পিডব্লিউ-৭) যেখানে বাস করে সেই স্থান/অবস্থান নির্দেশ করে এবং গ্রাম থেকে স্রোতের দিকে যাওয়ার পথ, যা প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ। শ্রীনিবাসরেড্ডি রামানাগৌড়া হোসামানি (পিডব্লিউ-১৫) বলেছেন যে বেনিহাল্লার তীরে তাঁর মাঠের পাশে বর্জ্য ঝোপঝাড় রয়েছে, ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে স্রোতে যাওয়া কঠিন ছিল। তাঁর জমির পাশে, অন্যান্য জমির জমি রয়েছে, যা সাধারণত কবরস্থানের বাইরে ছিল।

১৪. দ্বিতীয়ত, আমরা যথাযথ এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখতে পাই যে ৩০শে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখটি, যা ভীমাপ্পা তালাওয়ার (পি.ডব্লিউ-৮), গাড়িগেপ্পা তালাওয়ার (পি.ডব্লিউ-৯) এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পি.ডব্লিউ-১০) দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে, তা মূলত সঠিক তারিখ মনে রাখতে ব্যর্থতার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি মিথ্যা সাক্ষ্য নয় যে অভিযুক্তকে রাত আনুমানিক ৮:৩০টায় একটি পাটের বস্তা এবং শিশুটিকে কাঁধে বহন করতে দেখা গিয়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা গ্রামের বাসিন্দা এবং যেহেতু ঘটনার প্রায় এক বছর পরে তাদের প্রমাণ নথিভুক্ত করা হয়েছিল, তাই তারা সম্ভবত দেখার তারিখটি মনে রাখেনি, কারণ তারিখগুলি, বিশেষত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে, গ্রামাঞ্চলে খুব বেশি প্রাসঙ্গিকতা বা পরিণতি নাও হতে পারে।

১৫. উপরন্তু, যা আমাদের ভারাক্রান্ত করেছে তা হল অবিসংবাদিত সত্য যে ২০১০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর হানামাপ্পা (পিডব্লিউ-৪) বিকেল ৫টায় একটি নিখোঁজ ব্যক্তির প্রতিবেদন (প্রদর্শনী পি-৬) দাখিল করেছিলেন। ২০১০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর আর, সাঙ্গানাবাসপ্পা (পিডব্লিউ-১) এবং শিবলীলা (পিডব্লিউ-১৯)-এর বাবা-মাও গ্রামে পৌঁছেছিলেন। যদি ভীমাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮), গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯) এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০) আবেদনকারীকে ৩০শে ডিসেম্বর তার কাঁধে মেয়েটিকে বহন করতে দেখেছিলেন, তারা অবিলম্বে তাকে অভিযুক্ত করে এবং মেয়েটির নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অতএব, ভীমপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮), গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯) এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০) যে তারিখে ছোট মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে আবেদনকারীকে দেখেছিলেন সেই তারিখটি (৩০তম) ডিসেম্বর ২০১০ ছিল না। বরং, (৩০তম) ডিসেম্বর ২০১০ ছিল সেই তারিখ যে তারিখে এই সাক্ষীরা অন্যান্য গ্রামবাসীদের জানিয়েছিলেন যে তারা প্রায় দুই দিন আগে আবেদনকারীকে একটি ছোট মেয়েকে কাঁধে তুলে ধরে থাকতে দেখেছেন। ভীমপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮)-এর দেওয়া বিবৃতিগুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করে দেখে, গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯) এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০), এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা ২০১০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সাঙ্গানাবাসপ্পার (পিডব্লিউ-১) সাথে দেখা করেছিল এবং তাদের দেখা সম্পর্কে তাকে অবহিত করেছিল। তারিখের অসঙ্গতি, এইভাবে, সময়ের কারণে অসাবধানতা বা স্ট্রেনড মেমরি হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যার ফলে আপিলকারীর বিরুদ্ধে মামলাটি স্থানচ্যুত হয় না যা রাষ্ট্রপক্ষ তৈরি করেছে।

১৬. আবেদনকারীর প্রকাশ্য বিবৃতির ভিত্তিতে মৃতদেহ উদ্ধারের বিষয়ে আমরা গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯), হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০), রাজেশাব নাদফ (পিডব্লিউ-১১), শঙ্করপ্পা তাদাসি (পিডব্লিউ-১২), শ্রীনিবাসরেড্ডি রামানাগৌড়া হোসামানি (পিডব্লিউ-১৫) এবং বি বিজয়কুমার (পিডব্লিউ-২৪)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি। আবেদনকারীর বক্তব্যের ভিত্তিতে মৃতদেহ উদ্ধারের বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ অবশিষ্ট নেই। মৃতদেহটি দুটি পাথরের সঙ্গে একটি পাটের বস্তাতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং প্রায় মাঝামাঝি উঁচু স্রোতে নিমজ্জিত করা হয়েছিল। গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯) এবং হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০) যে প্রায় একই লাইনে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল তা কোনওভাবেই কোনও অসামঞ্জস্যকে প্রতিফলিত করে না, ববরং আদালতের সাক্ষ্য নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য ত্রুটি।

শান্তি দেবী বনাম রাজস্থান রাজ্য[১] মামলায় এই আদালত অভিযুক্তের প্ররোচনায় মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনাটিকে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য একটি শক্তিশালী পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচনা করেছিল। একইভাবে, রঞ্জিত কুমার হালদার বনাম সিকিম রাজ্য[২] মামলায়, অভিযুক্তের প্রকাশ্য বিবৃতির ভিত্তিতে মৃতদেহ উদ্ধারকে তার দোষী সাব্যস্ত করার জন্য তার বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অপরাধমূলক পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

১৭. এতে আমাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণের দিকে যেতে হয় এবং এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় যে, এটি কি রাষ্ট্রপক্ষের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে যে আর-কে ২৮শে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল? ডাঃ গিরিশ মারাড্ডি (পি.ডব্লিউ-২০) ১লা জানুয়ারি ২০১১, সকাল ১০:০০ টায় আর-এর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করেন। তার প্রতিবেদনটি বিস্তারিত, যেখানে যোনির সামনের অংশে মূত্রনালী পর্যন্ত কাটা ছেঁড়া ক্ষত এবং ছিন্ন হাইমেনের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও, গলার সামনের অংশে নরম টিস্যুর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

১৮. প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধের কারণে শ্বাসরোধ হয়ে যাওয়া এবং ডুবে যাওয়ার কারণে নয়। উক্ত 'অবস্থান' নিশ্চিত করার জন্য, পিডব্লিউ-২০ ফুসফুসের ভাসমান পরীক্ষা চালিয়েছিল। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে শরীরটি সামান্য পচানো ছিল এবং ত্বকও সারা শরীরে খোসা ছাড়ানো ছিল। ছোট এবং বড় অন্ত্রের পাশাপাশি ফুসফুসও জঞ্জাল হয়ে গিয়েছিল। অনুসন্ধান পঞ্চনামা (প্রদর্শনী পি-২) নথিভুক্ত করে যে মুখটি ফুলে গেছে এবং শরীরের ত্বক এখানে ওখানে ছিঁড়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল। এটি কিছু জায়গায় কালো হয়ে গিয়েছিল। শরীর ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত ফুলে গিয়েছিল, এবং কিছু জায়গায় ত্বক ছিঁড়ে গিয়েছিল এবং কালো হয়ে গিয়েছিল। একইভাবে, পা ফুলে গিয়েছিল এবং ত্বক ছিঁড়ে গিয়েছিল, কালো হয়ে গিয়েছিল। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী পি-১১) মৃত্যুর সময়টি পরীক্ষার কয়েক ঘন্টা আগে ৭২-৮৬ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এটি ২৮শে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে আর-কে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল বলে রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

১৯. মৃত্যুর সময় সম্পর্কে আমাদের মতামত নিশ্চিত করার জন্য আমরা মোদীর টেক্সটবুক অফ মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স অ্যান্ড টক্সিকোলজিতে প্রকাশিত মতামত অধ্যয়ন করেছি, (২৫ তম সংস্করণ), অধ্যায় XV-'পোস্ট মর্টেম চেঞ্জস অ্যান্ড টাইম অফ ডেথ'। ৩৫২ পৃষ্ঠায়, গ্রন্থটি পর্যবেক্ষণ করেছে যে জলে দেহের পচন হার বাতাসের সংস্পর্শে থাকা দেহের তুলনায় বেশি নির্ভরযোগ্য কারণ জলের তাপমাত্রা বেশি অভিন্ন এবং শরীর বায়ু থেকে সুরক্ষিত। সাধারণত, দেহটি একই মাত্রায় পচনশীল হতে জলে দ্বিগুণ সময় নেয়। প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়,

---

[১] (২০১২) ১২ এস. সি. সি ১৫৮, অনুচ্ছেদ ১৭-এ।

[২](২০১৯) ৭ এস. সি. সি ৬৮৪

যখন কোনও দেহ গভীর জলে শুয়ে থাকে এবং পোশাক দ্বারা ভালভাবে সুরক্ষিত থাকে। তবে, যখন দেহটি পয়ঃনিষ্কাশন দ্বারা দূষিত জলে শুয়ে থাকে তখন এটি ত্বরান্বিত হয়। যখন নিমজ্জিত দেহের মধ্যে পচন বা পচনশীল গ্যাস তৈরি হয় তখন দেহের প্রবাহ ঘটে। ভারতে, নিমজ্জিত দেহ গ্রীষ্মে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং দুই থেকে তিন দিন বা তার বেশি সময়ের মধ্যে এবং কখনও কখনও শীতকালে এক সপ্তাহের বেশি সময়ের মধ্যে পৃষ্ঠে আসে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে একটি নিমজ্জিত দেহ গ্রীষ্মে এক সপ্তাহের মধ্যে এবং শীতকালে প্রায় এক পাক্ষিকের মধ্যে ভাসমান থাকে।

একটি পচানো বস্তুর ভাসমান শক্তি এত বেশি যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারী পাথর দিয়ে ওজন করা সত্ত্বেও এটি পৃষ্ঠে ভাসমান হতে পারে। দেহের ভাসমান হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল নির্ভর করে বয়স, লিঙ্গ, দেহের অবস্থা, বছরের মরসুম এবং জলের উপর। যে দেহগুলি ওজনে হালকা, তাদের নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ কম থাকে এবং তাই দ্রুত ভাসমান হয়।

২০.বর্তমান মামলার প্রেক্ষাপটে, ডিসেম্বরের শেষের দিকে, অর্থাৎ শীতকালে এই ঘটনা ঘটেছে বলে কোনও বিতর্ক নেই। আমরা ডিসেম্বরের শেষের দিকে গ্রামে তাপমাত্রার পরিসীমা নির্ধারণের জন্য একটি পরীক্ষা চালিয়েছি। তথ্য অনুসারে, ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে নারগুন্ডে (যে তালুকায় খানপুর গ্রাম অবস্থিত) তাপমাত্রা ১৯ থেকে ২৯ ডিগ্রির মধ্যে থাকে এবং জলের তাপমাত্রা অবশ্যই কম থাকবে। সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে দেহের পচন মন্থর ছিল। তবে দেহটি ভাসছিল না এবং পৃষ্ঠে উঠে আসেনি। দেহটি ফুলে গিয়েছিল এবং কিছুটা পচতে শুরু করেছিল, যখন ত্বকের রঙ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এটি ইঙ্গিত দেয় যে পচন প্রক্রিয়াটি আসলেই শুরু হয়েছিল। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এবং তদন্ত পঞ্চনামা, তাই, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার তারিখটি নিশ্চিত করে এবং সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে এবং সঙ্গনাবাসপ্পা (পিডব্লিউ-১), হানামাপ্পা (পিডব্লিউ-৪), ভেঙ্কভা পাটিল (পিডব্লিউ-৫), অজিত পাটিল (পিডব্লিউ-৬), ইয়াল্লাপাগাউদা কাগদল (পিডব্লিউ-৭), ভীমগপা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৮), গাদিগেপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-৯), হানামাপ্পা তালাওয়ার (পিডব্লিউ-১০), রাজেশ নাদাব (পিডব্লিউ-১১), শঙ্করপ্পা পাসি রমন (পিডব্লিউ-১২), তদ্রিন হোসাই (পিডব্লিউ-১২) এবং বিজয়কুমার (পিডব্লিউ-১৫)।

২১. রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত সাক্ষ্য এবং সাক্ষী বিবৃতিগুলির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে, পরিস্থিতির শৃঙ্খল আবেদনকারীর অপরাধকে ইতিবাচকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। যদিও আবেদনকারীর আইনজীবী কঠোর পরিশ্রমের সাথে রাষ্ট্রপক্ষের মামলার দ্বন্দ্ব এবং অসঙ্গতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, আমরা বিশ্বাস করি যে এটি এই আদালতের মনে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ তৈরি করে না। পাঁচগুণ পরীক্ষা নির্ধারিত

শরদ বিরধিচাঁদ সরদা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য[৩] মামলায় ফজল আলি, জে. কর্তৃক নির্ধারিত পাঁচ স্তম্ভ বিশিষ্ট পরীক্ষা পূরণ করা হয়েছে, কারণ রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত পরিস্থিতিসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ; সেগুলি প্রকৃতি ও প্রবণতায় চূড়ান্ত; প্রমাণের শৃঙ্খলা এতটাই সম্পূর্ণ যে আপিলকারীর নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপসংহারের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রেখে যায় না; প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলি কেবল অভিযুক্তের অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রমাণিত অনুমান ব্যতীত প্রতিটি অনুমানকে বাদ দেয়। হাইকোর্টের পাশাপাশি জেলা ও দায়রা আদালতের আপিলকারীকে ধর্ষণ ও হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্ত এইভাবে বহাল রয়েছে।

২২. অভিযুক্তের দোষ প্রমাণ করার পর, আমরা শাস্তির বিষয়টি পরীক্ষা করতে এগিয়ে যাব। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, আপিলকারীকে এই রায়ের ১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কারাদন্ডের পাশাপাশি হাইকোর্টের দ্বারা নিশ্চিত হওয়া ধারা ৩০২-এর অধীনে এই অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

২৩. বিতর্কিত রায়টি বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের রায় বিবেচনা করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের পক্ষ থেকে মামলা-আইনের ব্যাপক অধ্যয়নের কথা প্রকাশ করে। বিষয়টির তথ্য ও পরিস্থিতির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে, হাইকোর্টের অভিমত ছিল যে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা উচিত, কোনও প্রশমিত পরিস্থিতি খুঁজে পাওয়া উচিত নয় এবং আবেদনকারী হিসাবে পরিচিত অনেক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি ছিল, যিনি তার উপর সম্পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং স্বেচ্ছায় তাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং সবচেয়ে ভয়াবহ পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছিল এবং তার দেহকে স্রোতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে "... *যখন ৫ বছরের একটি নির্দোষ এবং অসহায় মেয়ে তার আস্থার অবস্থানে থাকা কোনও ব্যক্তির দ্বারা এই ধরনের বর্বর আচরণের শিকার হয়, তখন তার দোষীতা চরম কলুষতার অনুপাত ধরে নেয় এবং সাধারণ ব্যক্তির মনে বিদ্বেষের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।" আপিলকারীর অনুপ্রেরণা, মৃত আর-এর দুর্বলতা, অপরাধের বিশালতা এবং তার মৃত্যুদণ্ড, আদালত মামলাটিকে "বিরলের মধ্যে বিরলতম"* বিভাগে পড়ে বলে বিবেচনা করে এবং অন্যদের নৃশংস অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে এবং এই ধরনের অপরাধের প্রতি সমাজের ঘৃণাকে জোরালো অভিব্যক্তি দেওয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়।

২৪. দণ্ডাদেশের আদেশকে বিরোধিতা করে, আপিলকারী যুক্তি দিয়েছেন যে দোষী সাব্যস্ত ও সাজা দেওয়ার বিষয়ে একটি সাধারণ আদেশ প্রেরণ করে,সাজা ঘোষণার বিষয়ে আবেদনকারীর আলাদাভাবে শুনানি না করে হাইকোর্ট

---

[৩] (১৯৮৪) ৪ এস. সি. সি ১১৬

১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির (সংক্ষেপে 'সিআরপিসি') ধারা ২৩৫(২) লঙ্ঘন করেছে। তিনি আরও বলেন যে, হাইকোর্ট পরিস্থিতি প্রশমিত করার আহ্বান জানাতে ব্যর্থ হয়েছে, যে কোনও উদ্বেগজনক পরিস্থিতি ছিল না, যে মামলাটি 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' বিভাগে পড়ে না, যে আবেদনকারীর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর, যাকে সংস্কার ও পুনর্বাসন করা যেতে পারে এবং সমাজের জন্য বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, যে আবেদনকারী দীর্ঘ সময় ধরে হেফাজতে রয়েছেন, যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার বিকল্পটি নিঃসন্দেহে বন্ধ ছিল এবং অন্য কোনও বিকল্প অবশিষ্ট না থাকলে সাধারণত মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। উপরোক্ত ছাড়াও, আপিলকারীর আইনজীবী মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করার জন্য প্রশমনকারী কারণগুলিও তালিকাভুক্ত করেছেনঃ

" ১) এই হত্যা পূর্বপরিকল্পিতভাবে করা হয়নি। যদিও ৫ বছর বয়সী একটি শিশুকে ধর্ষণ করা নিজেই একটি গুরুতর অপরাধ, তবে অপরাধ করার পদ্ধতিটিকে বীভৎস বা পৈশাচিক বলা যায় না।

২) রাষ্ট্রপক্ষের নেতৃত্বে এমন কোনও উপাদান নেই যা দেখায় যে অভিযুক্তকে সংস্কার করা যায় না। রাষ্ট্র এমন কোনও উপাদান নিয়ে আসেনি যা দেখায় যে অভিযুক্ত সমাজের জন্য ক্রমাগত হুমকি এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার বিকল্পটি নিঃসন্দেহে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৩) অভিযুক্তের অল্প বয়স একটি প্রশমনকারী কারণ।

৪) অপরাধমূলক পূর্বসূরীর অভাব একটি প্রশমনকারী কারণ।

৫) কারাগারে আচরণ বিবেচনা করতে হবে।

৬) দারিদ্র্য এবং শিক্ষার অভাব সহ সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড বিবেচনা করা হয়নি।

৭) সম্ভবত অভিযুক্ত ব্যক্তি, পরিস্থিতি প্রশমিত করার প্রমাণ পেশ করার অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায়, এই দিকের উপাদান উপস্থাপনের জন্য সময়ের অনুরোধ করেননি। যদিও এটি সাজাকে কলুষিত করবে না, তবে প্রশমিত পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও তদন্ত করার জন্য এই মাননীয় আদালতের সামনে পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে।

৮) ০৮.০৩.২০১২-এ বিচার আদালতের রায়ের পর থেকে অভিযুক্ত গত ৯ বছর ধরে মৃত্যুদণ্ডের সাজা ভোগ করছে।

আবেদনকারীর আইনজীবী জলগাঁওয়ের গান্ধী রিসার্চ ফাউন্ডেশনের জারি করা একটি শংসাপত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে আপিলকারী

জলগাঁওয়ের গান্ধী রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত 'গান্ধী চিন্তা সংস্কার পরীক্ষা' ২০১৭-১৮ তে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট থেকে দেখা যায় যে, এটি সারা দেশে "জিভিএসপি (গান্ধিয়ান ভ্যালুজ ফর সাসটেইনেবল পিস - গান্ধী বিচার সংস্কার পরীক্ষা)" নামে একটি পরীক্ষা পরিচালনা করে, যার উদ্দেশ্য তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে অহিংসার চর্চা গড়ে তোলা। এছাড়াও, ২২শে ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে যোগবিদ্যা গুরুকুল, যা পুনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কর্তৃক জারি করা আরেকটি শংসাপত্রে উল্লেখ রয়েছে যে অভিযুক্ত "যোগ প্রবেশ" কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। আমরা ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে সেন্ট্রাল প্রিজন হাসপাতাল, বেলাগাভি-এর মেডিক্যাল অফিসারের একটি চিঠিও নথিতে নিয়েছি, যা একজন আইনজীবীর উদ্দেশে লেখা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছে যে, অভিযুক্ত "ওরাল জেনারেলাইজড সাব-মিউকোজাল ফাইব্রোসিস"-এ আক্রান্ত, যা একটি প্রাক-ক্যান্সারজনিত অবস্থা।

২৫. বর্তমান আবেদনে বিবাদী রাষ্ট্রের দায়ের করা আপত্তির বিবৃতিটি উপরে উল্লিখিত হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ থেকে জোর পেতে চায়। উপরন্তু, বিবাদী রাজ্য এই ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছে যে আবেদনকারীর কাজগুলি সমাজের নৈতিক কাঠামোকে বিপন্ন করে একটি গুরুতর এবং অস্বাভাবিক অপরাধ গঠন করে। অভিযোগটি হল যে বিষয়টি 'বিরলতম' মামলার বিভাগে পড়ে কারণ আবেদনকারী, বিস্কুট দেওয়ার অজুহাতে, পাঁচ বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণ ও হত্যা করে এবং তার মৃতদেহকে স্রোতে ফেলে দেয়। মৃত আর প্রতিরোধ করতে পারত না, অপরাধের জন্য অনেক কম উস্কানি। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো দ্বারা সংকলিত তথ্যের উপর নির্ভর করে যা দেখায় যে ২০২০ সালে ভারতে প্রতিদিন গড়ে ৭৭টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, আইনজীবী আবেদনকারীর কাজের জন্য প্রতিরোধমূলক শাস্তি চেয়েছেন।

২৬. আপিলের পৃষ্ঠা ১৮৬ ও ১৮৭ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার একই দিনে ট্রায়াল কোর্ট একটি অভিন্ন আদেশের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছে।

অভিযুক্তের দাবি হলো, এটি দণ্ডবিধির ২৩৫(২) ধারার লঙ্ঘন, যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে দণ্ড ঘোষণার আগে অভিযুক্তকে শোনার সুযোগ দিতে হবে। সান্তা সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য[৪] মামলায়, যখন একই রায়ে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তখন সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ রায় দেয় যে, এটি দণ্ডবিধির ২৩৫(২) ধারার লঙ্ঘন এবং সেই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বাতিল করে মামলাটি দায়রা আদালতে ফেরত পাঠানো হয়। এই পুনর্বিচারের বিষয়টি পরে তিন বিচারপতির বেঞ্চ দাগদু এবং অন্যান্যরা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য[৫] মামলায় পর্যালোচনা করেছিল, যেখানে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করা হয় যে

---

[৪] (১৯৬০) ৪) এস. সি. সি ১৯০

[৫] (১৯৭৭) ৩) এস. সি. সি ৬৮

বিচার আদালতের পক্ষ থেকে সাজার বিষয়ে অভিযুক্তের কথা শোনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য অবশ্যই সেই আদালতে রিমান্ডের প্রয়োজন হয় না। যদি বিচার আদালত তা করতে ব্যর্থ হয় এবং অভিযুক্ত উচ্চ আদালতে এটিকে বিরোধিতা করে, তবে সাজার বিষয়ে অভিযুক্তকে শুনানি দিয়ে লঙ্ঘনের প্রতিকার করার জন্য উচ্চ আদালত উন্মুক্ত থাকবে। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, জে গোস্বামী ডাগডু (উপরে)-তে মন্তব্য করেছেনঃ

"যখনই কোনও আপিল আদালত খুঁজে পায় যে দণ্ডাদেশের শুনানির জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৩৫ (২) ধারার আদেশ মেনে চলা হয়নি, তখন অবিলম্বে আপিল আদালতের কর্তব্য হয়ে ওঠে যে অভিযুক্তকে তার সামনে যে কোনও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে যে কোনও উপকরণ উপস্থাপন করার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া।"

এই বিষয়ে এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করে, বিচারপতি উদয় ইউ লাইত, শত্রুঘন ববন মেশরাম বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য[৬] মামলায়, মন্তব্য করেছেন যে কেবল ফৌজদারি কার্যবিধির ২৩৫ (২) ধারা লঙ্ঘনের কারণে মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা উচিত নয়। তবে ডাগডুতে (উপরে) বর্ণিত নীতির আলোকে, আমরা আবেদনকারীকে সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপকরণ আমাদের সামনে নথিভুক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত এবং পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করেছি।

২৭. শত্রুঘ্ন ববন মেশরাম (উপরে)-এ, পূর্ববর্তী ৪০ বছরে সুপ্রিম কোর্টের ৬৭টি রায় জরিপ করা হয়েছিল যেখানে বিচার আদালত বা হাইকোর্ট দ্বারা কোডের ৩৭৬ এবং ৩০২ ধারার অধীনে অভিযুক্ত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল এবং যেখানে ভুক্তভোগীদের বয়স ১৬ বছরের কম ছিল। এটি লক্ষ্য করা গেছে যেঃ

"৩৫.১ এই ৬৭টি মামলার মধ্যে এই আদালত ১৫টি মামলায় অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ডের রায়কে নিশ্চিত করেছে। উল্লিখিত ১৫টি মামলার মধ্যে তিনটিতে (এসআই ২৬-এ, ৩৩-এ এবং ৪১-এ) পুনর্বিবেচনার আবেদনে এই আদালত মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করেছে। বাকি ১২টি মামলার মধ্যে, দুটি মামলায় (যেখানে মহম্মদ আরিফ বনাম ভারতের সুপ্রিম কোর্টে বর্ণিত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে খোলা আদালতে পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলির শুনানি হয়েছিল), অর্থাৎ এসআই ৫১-এ এবং ৬৫-এ-র ক্ষেত্রে, এই আদালত দ্বারা মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি খারিজ করা হয়েছিল।এইভাবে, আজ অবধি, ৬৭টি মামলার মধ্যে ১২টিতে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে প্রধান অপরাধগুলি আইপিসি ধারা ৩৭৬ এবং ৩০২-এর অধীনে সংঘটিত হয়েছিল এবং যেখানে ভুক্তভোগীদের বয়স প্রায় ১৬ বছর বা তার কম ছিল।

---

[৬] (২০২১) ১ এস. সি. সি ৫৯৬

৩৫.২ এই ৬৭টি মামলার মধ্যে অন্তত ৫১টি মামলায় ভুক্তভোগীদের বয়স ১২ বছরের কম। ৫১টি মামলার মধ্যে ১২টিতে প্রাথমিকভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তবে, ৩টি মামলায় (এসআই ২৬-এ, ৩৩-এ এবং ৪১-এ) মৃত্যুদণ্ড পুনর্বিবেচনার সময় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।"

উপরের তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই আদালত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য ভুক্তভোগীর কম বয়সকে একমাত্র বা পর্যাপ্ত কারণ হিসাবে বিবেচনা করেনি। যদি এটি ঘটনা হত, তবে সমস্ত, বা প্রায় সমস্ত, ৬৭ টি মামলা অভিযুক্তের উপর মৃত্যুদণ্ড আরোপের মধ্যে শেষ হত। বান্তু ওরফে নরেশ গিরি বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের[৭] ক্ষেত্রে, যেখানে আপিলকারীর বিরুদ্ধে ছয় বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছিল, এই আদালত উল্লেখ করেছে যে যদিও তার কাজটি জঘন্য ছিল এবং নিন্দার প্রয়োজন ছিল, তবে এটি বিরলতম ছিল না, যাতে আবেদনকারীকে সমাজ থেকে নির্মূল করার প্রয়োজন হয়। সেখানেও, আপিলকারীর অপরাধমূলক পূর্বসূরী নির্দেশ করার জন্য বা সমাজের জন্য গুরুতর বিপদ হবে তা দেখানোর জন্য কিছুই নথিভুক্ত ছিল না।

২৮. বিজ্ঞ বিচার আদালত নথিভুক্ত করেছে যে মৃত্যুদণ্ড এই ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল যে "অপরাধটি অত্যন্ত পৈশাচিক পদ্ধতিতে করা হয়েছিল এবং এটি নিষ্ঠুর, বর্বর এবং বিদ্রোহমূলক ছিল।" আবেদনকারীর আইনজীবী যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন যে বিচার আদালত কেবল লক্ষ্য করেছে যে আবেদনকারী অল্প বয়সে (২৩/২৫ বছর) খুব দরিদ্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তবে এগুলিকে প্রশমিত করার কারণ হিসাবে বিবেচনা করেননি। হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে যে কোনও প্রশমিত পরিস্থিতি নেই। আমরা এই পর্যবেক্ষণটিকে ভুল বলে মনে করি। প্রথমত, এটা স্পষ্ট যে আবেদনকারীর কোনও অপরাধমূলক পূর্বসূরী ছিল না, বা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি পূর্বপরিকল্পিত ছিল তা প্রমাণ করার জন্য কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি। আবেদনকারীর আইনজীবী র দ্বারা জমা দেওয়া হিসাবে, রাষ্ট্রের দ্বারা এমন কিছু উপাদান দেখানো হয়েছে যা ইঙ্গিত করে যে আবেদনকারীকে গঠন করা যায় না এবং এটি সমাজের জন্য একটি অব্যাহত হুমকি। অন্যদিকে, বেলগাঁও কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক ২০১৭ সালের জুলাই মাসে জারি করা মৃত্যুদণ্ডের বন্দী মনোনীত তালিকা থেকে দেখা যায় যে কারাগারে আবেদনকারীর আচরণ 'সন্তোষজনক' ছিল। আমরা কারাগারে আপিলকারীর আচরণকে তার অতীত কর্মের জন্য ক্ষমা হিসাবে বিবেচনা করব, যা তার সংস্কার এবং মানবিক মোড় নেওয়ার ইচ্ছাকেও প্রতিফলিত করে। অধিকন্তু, অপরাধ সংঘটনের সময় আপিলকারীর অল্প বয়স

---

[৭] (২০০১) ৯ এস. সি. সি ৬১৫

(২৩/২৫ বছর)[৮], তার দুর্বল আর্থ-সামাজিক পটভূমি[৯], কোনও অপরাধমূলক পূর্বসূরির অনুপস্থিতি[১০], অপরাধের পূর্বপরিকল্পিত প্রকৃতি[১১], এবং তিনি প্রায় ১০ বছর ১০ মাস কারাগারে কাটিয়েছেন তা আমাদের কাছে অন্যান্য প্রশমিতকারী কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, যা মৃত্যুদণ্ড আরোপের বিরুদ্ধে যোগ করে যা কেবলমাত্র বিরলতম ক্ষেত্রেই কার্যকর করা হয়।। আবেদনকারী সমাজের জন্য অব্যাহত হুমকি হিসাবে সহিংসতার কাজ করার সম্ভাবনা প্রমাণ করার জন্য বিবাদী রাষ্ট্র কিছুই দেখায়নি; বিপরীতে, কারাগারে তার আচরণ সন্তোষজনক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই যে আপিলকারী একটি ঘৃণ্য অপরাধ করেছেন এবং এর জন্য আমরা বিশ্বাস করি যে যাবজ্জীবন কারাবাস তার কাজের জন্য পর্যাপ্ত শাস্তি এবং অনুশোচনা হিসাবে কাজ করবে, এমন কোনও উপাদানের অভাবে যে বিশ্বাস করার মতো যে যদি তাকে বাঁচতে দেওয়া হয় তবে সে সমাজের জন্য একটি গুরুতর এবং গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করে এবং আমাদের মতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও এ জাতীয় কোনও হুমকিকে প্রতিহত করবে। আমরা বিশ্বাস করি যে সংস্কার, পুনর্বাসনের আশা রয়েছে এবং এইভাবে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিকল্প অবশ্যই পূর্বনির্ধারিত নয় এবং তাই গ্রহণযোগ্য।

২৯. এইভাবে, আমরা দায়রা আদালত কর্তৃক আরোপিত এবং হাইকোর্ট কর্তৃক নিশ্চিত করা মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করার জন্য পর্যাপ্ত প্রশমনকারী কারণ খুঁজে পাই, এই নির্দেশের সাথে যে আপিলকারী কোডের ধারা ৩০২-এর অধীনে অপরাধের জন্য অকাল মুক্তি/ক্ষমা পাওয়ার অধিকারী হবেন না যতক্ষণ না তিনি কমপক্ষে ত্রিশ (৩০) বছরের প্রকৃত কারাবাস ভোগ করেন। অন্যান্য সাজা বজায় রাখার সময়, আমরা নির্দেশ দিই যে সাজা একযোগে চলবে এবং ধারাবাহিকভাবে নয়। আমরা তাই বলি যেহেতু আপিলকারীকে কোডের ধারা ৩৭৬-এর অধীনে অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, যা কোডের ধারা ৩০২-এর অধীনে অপরাধের জন্য সাজাও আরোপ করা হয়েছে।

৩০. উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, আমরা কোডের ধারা ৩০২,৩৭৬,৩৬৪,৩৬৬ক এবং ২০১-এর অধীনে অপরাধের জন্য আপিলকারীর দোষী সাব্যস্তকরণ এবং কোডের ধারা (৩৭৬,৩৬৪,৩৬৬ এবং ২০১)-এর অধীনে অপরাধের জন্য প্রদত্ত সাজা বহাল রাখি। তবে আপিলগুলি আংশিকভাবেমৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করে অনুমোদিত হয়এই শর্তে যে আপিলকারী ৩০ বছর বা

---

[৮] পুরুষোত্তম দশরথ বোরাটে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০১৫) ৬ এস. সি. সি ৬৫২

[৯]মোল্লা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, (২০১০) ৩ এস. সি. সি ৫০৮

[১০]পুরুষোত্তম দশরথ বোরাটে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০১৫) ৬ এস. সি. সি ৬৫২

[১১]মোহন বনাম টি. এন. রাজ্য, (১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি ৩৩৬; আখতার বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য, (১৯৯৯) ৬ এস. সি. সি ৬০

৩০২ ধারার অধীনে অপরাধের প্রকৃত কারাদণ্ড ভোগ করার আগে অকাল মুক্তি/মওকুফের অধিকারী হবেন না এবং আরও দণ্ডিত সাজাগুলি ধারাবাহিকভাবে নয় বরং একযোগে চলবে।[১২]

আপিল এবং সমস্ত মুলতুবি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়।

নিধি জৈন আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না ৷ সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ৷

Arfa Banerjee

---

[১২] ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ভি. শ্রীহরণ ওরফে মুরুগান এবং অন্যান্যরা, (২০১৬) ৭ এস. সি. সি ১-এর সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, উপরের নির্দেশটি ভারতের সংবিধানের ৭২ বা ১৬১ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের সাংবিধানিক ক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে না।